এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৪: সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

প্রশ্ন ▶ ১ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]

ক. পরিবার কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকের প্রশ্নবোধক (?) স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে এর ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ছকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে মানানসই প্রত্যয়টির ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন? ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালীর সমষ্টিকে বোঝায়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ অনুমোদিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের বহুমুখী মানবিক প্রয়োজন পূরণ করে। এর মাধ্যমে সমাজ নির্ধারিত এবং রাষ্ট্র প্রবর্তিত কিছু নিয়ম-নীতি বা পদ্ধতি সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিবাহ, পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

গ ছকের প্রশ্নবোধক স্থানে 'গণমাধ্যম' শব্দটি বসবে। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে এর ভূমিকা অপরিসীম।

সামাজিক সমস্যা সমাজের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়। বর্তমান স্যাটেলাইট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ও প্রসারের যুগে সামাজিক সমস্যা সমাধান বা প্রতিরোধে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো আগের তুলনায় আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

গণমাধ্যমের অন্যতম শাখা হলো সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন। সমাজের যেকোনো অসঙ্গতি, অসাধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্ম, বিভিন্ন অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার টেলিভিশন বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম। সমাজ ও জাতীয় জীবনের নানারকম অনিয়ম, অন্যায়-অবিচার, অপরাধ বা দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জাতির উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির বড় ভূমিকা রয়েছে। ইন্টারনেট সামাজিক যোগাযোগ ও তথ্যের প্রচারকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এতে করে নাগরিক বিড়ম্বনা, নারী নির্যাতন বা শিশু পাচারের মতো অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা সহজ হচ্ছে। ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো (যেমন- ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, ছকের প্রশ্নবোধক স্থানে উল্লিখিত গণমাধ্যম সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ গণমাধ্যমের ভূমিকার উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান বাহন হলো গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ কারণে সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনা ও মন-মানসিকতার পরিবর্তনে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো সমাজে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাক স্বাধীনতার অভাব দক্ষতা-অভিজ্ঞতার অভাব বা মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। এক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিস্থিতির মোকাবিলা ও সমাধানে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কেননা তারা বিশ্বাস করেন, গণমাধ্যমের কিছু সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যেমন— বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, মানসম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার, হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার প্রভৃতি। গণমাধ্যম এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হতে পারে। তাই গণমাধ্যম ও এর কর্মীদের সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশল সহায়ক হয়।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গণমাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ আর সমাজকর্মীরা হলেন ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি। তাই ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম করতে সমাজকর্মীরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২ গণমাধ্যম বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের এক পর্যায়ে শিক্ষক গণমাধ্যম বিষয়ক আলোচনা করেন। গণমাধ্যম জনগণের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সরবরাহ করে। জনগণ সরাসরি তা দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন। তিনি কিছু গণমাধ্যমের উদাহরণ দেন। যেমন- রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি। এসব মাধ্যমসমূহ জনমত গঠনে সহায়তা করে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি কার উক্তি? ১

খ. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত উদাহরণসমূহ কী প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— উক্তিটি ইংরেজ নৃ-বিজ্ঞানী Sir Edward Burnett Tylor-এর।

খ দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে যে আদালত বিদ্যমান তাকে উচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট বলে। এ আদালত মধ্যম স্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও বিচার করে। জনগণ মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই আদালতে রিট জারি করতে পারে।

অন্যদিকে নিম্ন আদালত মূলত দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের বিচার কাজ পরিচালনা করে। এটি আবার দুই রকম হয়,

teachingbd24.com

যেমন— ফৌজদারি আদালত ও দেওয়ানি আদালত। ফৌজদারি আদালতে হত্যা, খুন, ডাকাতি, ইত্যাদি বিবাদের বিচার হয়। অন্যদিকে দেওয়ানি আদালত নাগরিক অধিকার ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের বিচার করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
বর্তমানে ঘরে বসে যেকোনো বিষয়ে তথ্য জানা যায়। বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসব তথ্য উপস্থাপিত হয়। কোনো মাধ্যমে তথ্যচিত্র দেখা যায়, কোনোটিতে শোনা যায়, আবার কোনো কোনো মাধ্যমে শোনা ও দেখার কাজ একসাথে করা যায়। এজন্য গণমাধ্যমের অনেকগুলো প্রকারভেদ পাওয়া যায়। তবে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম দুই রকম।
সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় তার একটি হলো প্রিন্ট মিডিয়া। আর অন্যটি হলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে— সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বই, প্রচারপত্র, বিলবোর্ড, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে— টেলিভিশন ও বেতার। এছাড়া আধুনিক গণমাধ্যম দৈনন্দিন জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে— অনলাইন পোর্টাল, বিভিন্ন ওয়েব পেজ, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইত্যাদি। উদ্দীপকেও উক্ত বিষয়গুলো দৃশ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রগুলো নানারকম তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনমত গঠন করে।
সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ, গঠনমূলক কোনো কাজ পরিচালনা বা ইতিবাচক যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের উদাহরণে গণমাধ্যমের চারটি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের কথা বলা হয়েছে। এগুলো বর্তমানে শীর্ষস্থানীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম।
টেলিভিশন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে টেলিভিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নানারকম অপরাধমূলক কার্যকলাপের সচিত্র প্রতিবেদন, অনুসন্ধানমূলক তথ্য উপস্থাপনে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, ইটিভি (ETV)-এর 'একুশের চোখ', ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের 'তালাশ', যমুনা টেলিভিশনের '৩৬০°' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সমাজের নানা রকম অসঙ্গতি বা সমস্যা তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বেতার গণমাধ্যম হিসেবে নানা ধরনের তথ্যমূলক সংবাদ, যাত্রা, নাটক, আলোচনা, বক্তৃতা প্রকাশ করে যা শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজ সচেতনতামূলক ও নির্মল বিনোদনের জন্য যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হয় সেগুলো সাধারণ জনগণকে মহৎ চিন্তা ও কাজে উৎসাহী করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সঙ্গীতের মাধ্যমেও সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা তুলে ধরা হয়; যা সমাজের জনগণকে সচেতন করে তোলে।
পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত প্রক্রিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমগুলো জনমত গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ শিল্পবিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেক শিথিল হয়ে পড়ছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে শিশুদের মাঝে অসংযত আচরণ, কুপ্রবৃত্তি ও অমানবিক আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না, বরং তারা বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মোবাইল ও চ্যাট করতে পছন্দ করে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।
[ঢা; রা; কু; সি; য; বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. "প্রতিষ্ঠান হল সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যেগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"— কে বলেছেন? ১
খ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. অনুচ্ছেদে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? সুপারিশ দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক "প্রতিষ্ঠান হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যেগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়", এ সংজ্ঞাটি ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজের।

খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশের নাগরিকদের কল্যাণে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করে।
যেসব সংস্থার মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধানে প্রয়োগ করা হয়, তাদেরকেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। এক্ষেত্রে যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনের প্রতি অনুগত থেকে সমাজের নিয়ম ও আদর্শ ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করে এবং শাস্তি প্রদান করে তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ অনুচ্ছেদে শিশুদের উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তি, অসংযত ও অমানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে পরিবার।
জন্মের পর একটি শিশু পরিবারেই বেড়ে ওঠে। তার স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। পরিবারই হলো শিশুর জন্য প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর মা-বাবা শিশুকে সামাজিক নিয়ম ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিবার তার দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।
উদ্দীপকে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা টিভিতে ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না, বরং তাদের অনেকেই বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, মোবাইল ফোন প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে তাদের চারিত্রিক গঠন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। আবার বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে তারা নানা ধরনের কিশোর অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি জড়িয়ে যাচ্ছে মাদকাসক্তির জালে। এদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা অপরিহার্য। প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা ও অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে বা জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে অনেক বাবা-মাই সন্তানদের ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারছেন না। আর বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে কোনো কোনো শিশু-কিশোর বিপথে চলে যাচ্ছে। সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার মূল কারণ পরিবারের ব্যর্থতা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তি সমস্যার সমাধানে গণমাধ্যম সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
যেকোনো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনগণ সচেতন হলে সম্মিলিতভাবে যেকোনো সমস্যা সমাধানে কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম, যেমন— রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতির সঠিক ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কিশোর-কিশোরীদের অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এ সমস্যা সমাধানে পরিবারকেই এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ছেলে-মেয়েরা টেলিভিশনে কোন ধরনের চ্যানেল বা

অনুষ্ঠান দেখছে, ফেসবুকে কী করছে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সব মাধ্যম থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। এজন্য এ মাধ্যমগুলো থেকে তারা যেন শিক্ষা ও সুষ্ঠু বিনোদন নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নানা আকর্ষণীয় উপায়ে কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তিকে সচেতনতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকুরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকুরি করার কারণে আব্দুল জলিল এর বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. ইংরেজি "Family" শব্দটি কোন শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে? ১

খ. বিবাহ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি "Family" শব্দটি ল্যাটিন "Famulus" শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে।

খ বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি; যা সংশ্লিষ্ট সমাজ বা দেশের প্রচলিত রীতি-নীতি ও আইন দ্বারা স্বীকৃত।

পরিবার গঠনের বৈধ উপায় হলো বিবাহ। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি মানব সমাজের একটি সর্বজনীন রীতি। সমাজ এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন রীতি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারকে আকারের ভিত্তিতে অণু পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন প্রকার। যথা- অণু পরিবার, বর্ধিত পরিবার ও যৌথ পরিবার। শাব্দিক অর্থে অণু পরিবার অর্থ ছোট পরিবার। এ ধরনের পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে গঠিত হয়। অণু পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাধারণত ৩ /৪ জনের বেশি হয় না।

উদ্দীপকের আব্দুল জলিলের বড় ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে তারা নতুন সংসার জীবন শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের পরিবারটি বড় একটি পরিবারের অংশ থেকে ছোট পরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের পরিবার দুজন সদস্য নিয়ে গঠিত। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে একটি অণু পরিবার। কিছু দিন আগেও আব্দুল জলিলের বড় ছেলে তার বাবা-মা ও ভাইদের সাথে বর্ধিত পরিবারে বসবাস করতেন, কিন্তু চাকরির সুবাদে তিনি শহরবাসী হয়েছেন। তাই বলা যায়, আকারের ভিত্তিতে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি অণু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ প্রশ্নে উল্লিখিত পরিবার তথা অণু পরিবারের গুরুত্ব বাংলাদেশে দিন দিন বাড়ছে।

সমাজকাঠামো ও মানুষের জীবনব্যবস্থায় পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। প্রাচীনযুগের সমাজব্যবস্থা যেমন ছিল এখন আর সেরকম নেই। এই পরিবর্তন সমাজকাঠামোর প্রতিটি স্তরেই ঘটেছে। ফলে সময়ের সাথে সাথে পরিবারের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। এক সময়ের স্বাভাবিক চিত্র যৌথ পরিবারের জায়গায় এখন অণু বা একক পরিবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে এক সময় মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাইকে নিয়ে একসাথে বসবাসের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণসহ বিভিন্ন কারণে অণু বা একক পরিবার গঠনের হার দ্রুত বাড়তে থাকে। অণু পরিবারের সুবিধা হলো, এই পরিবার কাঠামোতে সন্তান-সন্ততির জন্য সহজেই সব ধরনের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। পরিবারের আকার ছোট হওয়ায় সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়। এ কারণে দিন দিন অণু পরিবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে এ কথাও সত্যি যে, অতীতের মতো পারিবারিক সংযোগ বা মানসিক অনুভূতির আদান-প্রদান অণু পরিবারে অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে বলা যায়; অণু বা একক পরিবারের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা হলেও দিন দিন এর বিস্তার ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ ইউসুফ ও উমা ভালো বন্ধু। পারিবারিক ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যকার এ সামাজিক বন্ধনই সাধারণত স্থায়ীভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। *[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫; মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নং ৫; সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ধর্ম কী? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম (Religion) হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধিবিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

খ গণমাধ্যম বলতে যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যমকে বোঝায়, যা দিয়ে সর্বস্তরের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়।

গণমাধ্যম হলো একটি একমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া। সাধারণত, মানুষের কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার তথ্য বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই গণমাধ্যম বলে। গণমাধ্যমের উদাহরণ হলো— বইপত্র, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবাহকে নির্দেশ করে।

বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের একসাথে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি; যা সংশ্লিষ্ট সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো যৌন চাহিদা। বৈধ উপায়ে এ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ইউসুফ ও উমার মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরিবার ও সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। আগে তারা দুজন খুব ভালো বন্ধু ছিল। তাদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্কই বিবাহের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ফলে তারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে

teachingbd24.com

স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারবে। মূলত বিবাহের মাধ্যমেই একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর ফলে নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন হয়। মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এ ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটায়। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাজব্যবস্থায় একে অন্যের সাথে যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তার পিছনে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই নর-নারীর সামাজিক সম্পর্ক স্থির হয় এবং প্রজনন ধারা বজায় থাকে। নবজাতকের লালন-পালন ও সামাজিকীকরণের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপরই ন্যস্ত হয়। ফলে সন্তানের লালন-পালনে সমস্যা হয় না এবং সে সামাজিক স্বীকৃতি পায়। কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, তার লালন-পালন ও সামাজিকীকরণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ বিবাহ হলো পবিত্র বন্ধন, আর এর মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। এ ব্যবস্থাই পরিবারের ভিত্তি। আর পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিশুরা যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, বিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, সভ্য সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য বিবাহের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৬ শিল্প বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে, তাদের অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না বরং পছন্দ করে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটারে চ্যাট করতে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ । প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পরিবার কী? ১

খ. গণমাধ্যম কীভাবে জনমত তৈরি করে? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন বাহনটি ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট কি কোনো ভূমিকা রাখছে? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ গণমাধ্যম যেকোনো বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমত তৈরি করে।

মূলত গণমাধ্যম বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে সকলেই জানতে পারে, ভাবতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এভাবে সবার মধ্যে একটি যৌক্তিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনমত গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বাহন হিসেবে পরিবারের ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে।

পরিবার শিশুর সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শিশু ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে শেখে। কিন্তু বর্তমানে অনেক পরিবারই শিশুদেরকে এমন শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। উদ্দীপকেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিল্প-বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। বাবা-মা এখন আর শিশুদেরকে বেশি সময় দিতে পারেন না। এর ফলে শিশুদের মধ্যে অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, পরিবারের ভূমিকাটি এক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাবা-মাই শিশুদের প্রথম শিক্ষক। কিন্তু তারা যদি শিশুদেরকে সময় না দেন এবং তাদের সঠিক পরিচর্যা না করেন তাহলে তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিশুরা তখন ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারে না। ফলে তাদের আচরণ অসংযত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পরিবারের ব্যর্থতার কারণে শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উদ্দীপকে পরিবারের এরূপ ব্যর্থতার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট অন্যতম প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমের অপব্যবহার করা হলে এর নেতিবাচক প্রভাব শিশুর আচরণ ও স্বভাবে পড়ে। ফলে কিশোর অপরাধের মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

গণমাধ্যমের অন্যতম শক্তিশালী উপাদান টেলিভিশন ও কম্পিউটার শিশুদের শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এগুলোর নানামুখী অপব্যবহারও লক্ষণীয়, যার উদাহরণ উদ্দীপকে দেখা যায়। কারণ বিদেশি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত সব অনুষ্ঠান শিশুর জন্য উপযোগী নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে তারা বিপথগামী হয়। আবার কম্পিউটার চ্যাট যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তারা কার সাথে, কী বিষয়ে চ্যাট করছে সে সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে শিশুরা খুব সহজেই খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং নানা রকম অন্যায় কাজে প্ররোচিত হতে পারে। এর মাধ্যমেই সমাজে কিশোর অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, যা কখনোই কাম্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কিশোর অপরাধের মতো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট তথা গণমাধ্যমের অপব্যবহার প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। তাই শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে গণমাধ্যমের এ উপাদানগুলোর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ পুষ্পিতা তার মা-বাবার সাথে একটি সংগঠনে বাস করছে। এখানে তার দুই ভাই ও দাদা-দাদীও আছেন। পুষ্পিতার বাবা বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করতে শিখিয়েছেন। দাদু তাকে বলেছেন মিথ্যা বলা যাবে না, চুরি করা যাবে না, অন্যকে সাহায্য করতে হবে, হিংসা বর্জন করতে হবে ইত্যাদি। সব মিলে পুষ্পিতা এখন সবার সাথে ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা । প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অটিজম কী? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পুষ্পিতা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাস করছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শুধু উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজ করে না।"— উক্তিটি যাচাই করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা।

খ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

teachingbd24.com

গ পুষ্পিতা পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাস করছে।

মানবসমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। তবে বর্তমান বিশ্বে পরিবার একটি সর্বজনীন ও মৌলিক সংগঠন হিসেবেই পরিচিত। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন একত্রে এ সংগঠনে বাস করে। উদ্দীপকের পুষ্পিতাও যেখানে বাস করছে সেটি এ সংগঠনকেই ইঙ্গিত করছে।

পুষ্পিতা তার বাবা-মার সাথে একটি সংগঠনে বাস করছে। এখানে তার দুই ভাই এবং দাদা-দাদিও আছেন। পরিবারের ক্ষেত্রেও একসাথে বাস করার বিষয়টি লক্ষণীয়। কেননা পরিবার একটি সংঘ, কার্যপ্রণালি ও এর সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। মূলত মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি সম্পর্কের লোকজন পরিবারে বাস করে। পরিবার একটি জৈবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি বৈবাহিক সূত্রে গঠিত এবং এ সূত্রেই অন্যান্য সদস্যদের একসাথে বাস করা সম্ভব হয়। সুতরাং বোঝা যায়, পুষ্পিতা তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরিবারে বাস করছে।

ঘ 'উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শুধু উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজ করে না'— মন্তব্যটি সঠিক।

মানব সভ্যতার বিকাশে পরিবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্নেহ সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক, চিত্তবিনোদনমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় ইত্যাদি কাজ পরিবার পালন করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে পরিবারের কার্যাবলি ও ভূমিকা অনেক বিস্তৃত, যার সবটুকুর ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পুষ্পিতা তার বাবার কাছ থেকে বড়দের শ্রদ্ধা ও সেইসাথে ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা পায়। দাদুর কাছ থেকে নেতিবাচক কাজ বর্জন ও ভালো কাজ করার উৎসাহ পায়। অর্থাৎ পুষ্পিতার পরিবার তার সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ভূমিকা ছাড়াও পরিবার আরও বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

জন্মের পর থেকে সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবার সচেতন থাকে এবং এর মাধ্যমে বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবার সন্তানের দায়িত্ব নেয়। সেইসাথে পারিবারিকভাবে সন্তানকে সমাজ উপযোগী আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে। পরিবারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। মানুষ যখন কর্মক্ষেত্র থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে তখন পরিবারের সদস্যদের স্নেহ-ভালোবাসায় সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এর ফলে তার ক্লান্তি দূর হয় এবং নতুন উদ্যোগে সে কর্মশক্তি ফিরে পায়। পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব অনস্বীকার্য। প্রতিটি সদস্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে পরিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। প্রাচীনকালে পরিবার ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। এখনও বাংলাদেশের মতো বহুদেশে গ্রামীণ পরিবার কৃষি কাজের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, পরিবার শুধুমাত্র উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজই করে না। বরং এর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পরিধি আরও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶ ৮ সখীপুর গ্রামের প্রায় সব পরিবার থেকেই দু'একজন করে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করেন। তাই গ্রামের সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। এ কারণে গ্রামে মাঝে মাঝেই ডাকাতেরা হানা দেয় ও প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যায়। বিষয়টি সমস্যায় রূপ নেওয়ায় উক্ত গ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আনসার বাহিনীর একটি সশস্ত্র দলও দিনরাত টহল দিয়ে যাচ্ছে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. Family শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ধর্মের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Family শব্দের অর্থ পরিবার।

খ সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ধর্ম বলতে অতিপ্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে বোঝায়। এ বিশ্বাস সমাজ ও মানুষের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম মানুষের মাঝে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠ করে তোলে। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাই সমাজে মানুষকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপন, নৈতিকতা ও ন্যায়বোধের চর্চাকে চলমান রাখার জন্য অবশ্যই ধর্মের প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐসব সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী, পুলিশের বিভিন্ন বাহিনী ও র‍্যাব। বৃহৎ অর্থে বিচার বিভাগের কাজও এর আওতাভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। তবে সাধারণত পুলিশ বিভাগই আইন প্রয়োগের মূল সংস্থার দাবিদার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জনগণের বন্ধু বা জনগণের সেবকও বলা হয়। জনগণকে আইনের সুফল পেতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সংস্থাটি ভূমিকা রাখে, যার মূল লক্ষ্য হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সখীপুর গ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় পুলিশ ও আনসার বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্প স্থাপন করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করে। এছাড়া নানা ধরণের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তদন্ত করে সন্দেহভাজন অপরাধী খুঁজে বের করা, অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা, অপরাধীর বিচার কাজ সম্পন্ন ও শাস্তি প্রদানসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশ ও আনসার বাহিনী সখীপুরের জনগণের নিরাপত্তার জন্য কাজ করছে। যেকোনো দেশের সমস্যা সমাধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ঘ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপরই নির্ভর করে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারণেই নানারকম সামাজিক সমস্যা কমে যায়। যেমন— এসিড নিক্ষেপকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হলে সমাজের অন্যরা এ অপরাধ থেকে দূরে থাকবে। ফলে সমাজ থেকে এসিড নামক সন্ত্রাস ধীরে ধীরে কমে আসবে। আবার পুলিশ যদি বাল্যবিবাহের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে যথাযথ শাস্তি দেয়; তাহলে সমাজের অন্যান্যরাও বাল্যবিবাহ দিতে বা করতে সাহস পাবে না। এর ফলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে। এছাড়া দুর্নীতি সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করে তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হবে।

এছাড়া হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অপহরণ, চোরাচালান, নানারকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, হ্রাস এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করলেই সমাজ থেকে বিভিন্ন সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৯ একই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত রানা ও মিতু মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়। এক পর্যায়ে তারা আজীবন একসংগে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে অভিভাবকদের সম্মতিতে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়। ফলে তারা স্থায়ীভাবে একসংগে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে দুই মেয়ে নিয়ে তারা সুখে বসবাস করছে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠনের নাম কী? ১

খ. পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রানা ও মিতুর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত চুক্তিবলে গঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠনের নাম পরিবার।

খ পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংগঠন। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ গড়ে উঠেছে।

পরিবার হলো এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বসবাস করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রানা ও মিতুর সম্পাদিত চুক্তির নাম বিবাহ।

বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের যুগলে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি, যা সংশ্লিষ্ট সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে রানা ও মিতুর মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরিবার ও সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। পূর্বে তারা দুজন কলিগ ছিল। তাদের এই সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ফলে তারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের বিবাহ পরিবার ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কারণ বিবাহের প্রথম শর্তই হলো ছেলে-মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। মূলত বিবাহের মাধ্যমেই একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর ফলে নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। সমাজজীবনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের পরিচিতি, মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি নির্ধারণে পরিবার মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা বহুমুখী। পরিবার শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবারের মাধ্যমে মানুষ বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া জন্ম পরিচিতির প্রেক্ষিতে শিশু আরোপিত মর্যাদার অধিকারী হয়। ফলে অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই সে সচেতন হয়। এরূপ সচেতনতা মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতা নিরসনে এরূপ মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্যরা শিশুদেরকে সমাজ অনুমোদিত বহুমুখী আচরণ শিক্ষা দেয়। পারিবারিক পরিবেশ শিশু, প্রবীণ, অক্ষম এবং বেকার সদস্যদের ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে পরিবার সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶১০ কালিমা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই মানসিক ও শারিরীকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। সামাজিক বাস্তবতা এবং লোকজনের ভয়ে পরিবার বা অন্য কোথাও অভিযোগ না করে সহ্য করেন। এক পর্যায়ে পরিবারকে জানালে তারাও সব কিছু মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু নির্যাতনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে তিনি তার এক প্রতিবেশীর সহায়তায় থানায় অভিযোগ করেন এবং প্রতিকার পান। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বিবাহ কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা পালনের ইতিবাচক দিক এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ পর্যালোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয়েছে।

সমাজের নিয়ম-নীতি ও আইন বিরোধী কাজ যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তাই মূলত সামাজিক সমস্যা। যেমন—দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, নানা ধরনের অপরাধ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এসকল সমস্যা সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। সমস্যা সমাধান ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে প্রতিষ্ঠান তাহলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এছাড়া এ সংস্থা সন্দেহভাজন অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়।

উদ্দীপকের কালিমা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। দিনে দিনে নির্যাতনের মাত্রা অনেক তীব্র আকার ধারণ করে। আর এসকল সামাজিক সমস্যা সমাধান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে উপর্যুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এসকল বিষয় মাথায় রেখে কালিমা তার প্রতিবেশীর সহায়তায় থানায় অভিযোগ করেন এবং এর প্রতিকার পান। এভাবে নারী নির্যাতনমূলক সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও অপরাধীকে উপর্যুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন ইতিবাচক দিক ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও তার অপব্যবহার

Teachingbazar.com

রোধে এ সংস্থা ইতিবাচক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এক্ষেত্রে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও আইনের হাতে হস্তান্তর, মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। সেইসাথে এ সংস্থার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষ সংস্থার সেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের কার্যক্রমে নানা ধরনের দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে জনগণ সংস্থার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। আইনের চোখে সবাই সমান এ কথা প্রচলিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে গায়ের জোরে বা অর্থের প্রভাবে এ সংস্থার সেবা থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা বঞ্চিত। সমাজে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও অনেক সময় এর সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতাও এর অন্যতম কারণ। এছাড়া সমস্যা নিরূপণে ব্যর্থতা, উদাসীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকাই বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১১ শিল্প বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্থতার কারণে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে শিশুদের অসংযত আচরণ, কুপ্রবৃত্তি ও অমানবিক আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না বরং বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মোবাইল ও চ্যাট করতে পছন্দ করে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মারাত্মক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. 'Mass Media' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালি যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়

খ 'Mass Media'-এর বাংলা হলো গণমাধ্যম, মানুষের চিন্তা, চেতনা, আবেগ, বিশ্বাস, আগ্রহ, অনাগ্রহসহ বিভিন্ন তথ্য কোনো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট পৌঁছানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে গণমাধ্যম বলা হয়। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা পরিবর্তনে গণমাধ্যম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব মহিদ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সমাজের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে বলেন, সমাজের মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যা সমাজে আর্তমানবতার সেবাসহ আদর্শ মূল্যবোধ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. সামাজিক সংস্থা কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা এজেন্সি হলো সামাজিক সংস্থা।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ জনাব মহিদ যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে 'ধারণ করা'। সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের জনাব মহিদও একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মহিদের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং মূল্যবোধ গঠনের বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

সমাজজীবনে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা রয়েছে। ধর্ম মানবজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যু থেকে পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও ধর্মের বিধান আছে। এসব বিধান মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে।

ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন-মিথ্যা কথা বলা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মূল্যবোধ পরিপন্থি কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

উদ্দীপকের জনাব মহিদ একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেন যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। তার কথায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে।

সার্বিক আলোচনা শেষে বলা যায়, মানবজীবনকে সহজ ও সুন্দর করতে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রবি লেখাপড়া করে ভালো একটি সরকারি চাকরি করে। তার ক্লাসের একটি মেয়েকে সে পছন্দ করত। বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে সে ঐ মেয়েকে বিবাহ করে। তার স্ত্রীও একটি চাকরি করে। বর্তমানে তাদের দুটি সন্তান। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. ধর্ম কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝায়? ২

teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে রবির কাজের মধ্যে দিয়ে বিবাহের কোন ধরন চিত্রিত হয়েছে? চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলির খণ্ডচিত্র মাত্র।— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা, যা অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে রবির কাজের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক বিবাহের ধরণ চিত্রিত হয়েছে।

সমাজে পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছার ভিত্তিতে বিবাহ দুই প্রকার। যথাক্রমে বন্দোবস্ত বিবাহ (Arranged Marriage) এবং রোমান্টিক বিবাহ (Romantic Marriage)।

উদ্দীপকে রবির বিবাহটি ছিল রোমান্টিক বিবাহ বা Love marriage। এ ধরনের বিবাহ মূলত পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। রবি যেহেতু তার ক্লাসের একটি মেয়েকে পছন্দ করত এবং বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করে সেহেতু এটি রোমান্টিক বিবাহ।

ঘ উদ্দীপকে রবির পরিবারের মাধ্যমে বিবাহের কার্যাবলির আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলি রয়েছে। বিবাহের প্রধান কাজ হলো পরিবার গঠন করা। এর মাধ্যমেই মানুষের পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে মানুষ বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের স্বীকৃতি পায়। আবার সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করা বিবাহের অন্যতম কাজ। বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারই সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমেই বংশসুরক্ষা, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কের বৈধতা পায়। এর পাশাপাশি বিবাহ মানুষ মানুষে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করে। মানুষের জীবনসঙ্গীর চাহিদা পূরণ করে। এছাড়াও বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, মানসিক শান্তি ও সুস্থতা আনয়ন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রবি বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে তার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে। তার স্ত্রীও চাকরি করে। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকে বিবাহের অন্যতম কাজ পরিবার গঠন, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এতে বিবাহের উপরে বর্ণিত অন্যান্য কাজগুলো প্রতিফলিত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলির খণ্ডচিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আব্দুর সাত্তার তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুর সাত্তারের বড় ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। তবে গ্রামে বসবাসরত পিতা-মাতার খোঁজখবর রাখেন এবং টাকা পাঠান।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. ইংরেজি Family শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুর সাত্তারের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি Family শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Famulus থেকে এসেছে।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ফুটফুটে শিশু শারমিনকে স্কুলে পাঠিয়ে পিতা-মাতা অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। শারমিনকে তার পিতা-মাতা সবসময় আগলে রাখেন। অসুস্থতার সময় পরিবার তাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ওর জন্মদিনে শিশুপার্কে নিয়ে যায় ওর বাবা-মা। শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ওর বাবা-মা সর্বদা সচেষ্ট।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৩]

ক. পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. পরিবারের সামাজিক কাজের বর্ণনা দাও। ২

গ. পরিবারের কোন কাজ শারমিনের পরিবার দ্বারা সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য পিতামাতার আর কী কী করণীয় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো আদিম ও স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ পরিবারের কার্যাবলির মাঝে অন্যতম হলো সামাজিক কাজ। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার, প্রথা, রীতিনীতি, অভ্যাস এ সামাজিক কাজগুলো, শিশুরা পরিবারেই প্রথম শিক্ষালাভ করে। স্নেহ, মায়া, মমতা ও ত্যাগের আদর্শের সাথে শিশুরা পরিবারে প্রথম পরিচিত হয়। এসব গুণ পরবর্তীতে তার চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে। এজন্যে পরিবারকে সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হয়।

গ শারমিনের পরিবার দ্বারা শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদিত হয়।

পরিবারই হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানুষ স্নেহ ভালোবাসা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জন্মের পর শিশু ভালোবাসা, আদর-যত্ন, মায়া, মমতাবোধ দ্বারা পরিবারেই লালিত-পালিত হয়। এতে তাদের মানসিক অভাব পূরণ হয়। পরিবার বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। সকলে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব ও খেলাধুলা ও আনন্দের মাধ্যমে অবসরে বিনোদন করে।

তারা শারমিনকে সবসময় আগলে রাখে, স্কুল পাঠায় অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এ কাজগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজকে নির্দেশ করে। এছাড়া তারা তাকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান, যা বিনোদনমূলক কাজ সম্পন্ন করে।

তাই বলা যায়, শারমিনের পরিবার দ্বারা শিক্ষামূলক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদিত হয়।

ঘ শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজ ছাড়াও শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তার পিতা-মাতার আরও কিছু করণীয় রয়েছে।

পরিবারই খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। তাই পরিবারের সদস্য হিসেবে শারমিনের সব রকম অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। এছাড়া পরিবারের সদস্যরা ধর্মীয় এবং নীতিবোধের শিক্ষা পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। সে হিসেবে শারমিনের ধর্মীয় ও নৈতিকতা

Teachingbd24.com

শিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। আবার, পরিবারকে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্র বলা হয়। নির্দেশ প্রদান, আনুগত্য প্রদর্শন, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শিশু পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। তাই শারমিনকে রাজনৈতিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের।

শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণের প্রথম পাঠ শুরু হয় পরিবারে। সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই শিক্ষা প্রতিফলিত হয়। শারমিনের পিতা-মাতাও তার সামাজিকীকরণে সকল শিক্ষা প্রদান করবেন। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক পীঠস্থান পরিবার। ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও অনুষ্ঠানাদির সাথে শিশুরা পরিবারে পরিচিত হয়। উদ্দীপকের শারমিনের বাবা-মাও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শারমিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তার পিতা-মাতার উপরিউল্লিখিত কার্যাবলির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে পড়াশুনা করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুল জলিল এর বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. Family শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বিবাহ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি "Family" শব্দের অর্থ পরিবার।

খ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সজীব হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বিবাহ যোগ্য হওয়ায় বাবা-মা তাদের পছন্দের একটি মেয়ের সাথে সজীব হোসেনের বিবাহ দেন। তার স্ত্রীও একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. RAB-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সজীব হোসেনের কাজের মধ্য দিয়ে বিবাহের কোন কার্যাবলী চিত্রিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলীর খণ্ডচিত্র মাত্র"— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RAB-এর পূর্ণরূপ হলো র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সজীব হোসেনের কাজের মধ্য দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

পরিবারের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক অনুমোদন ও স্বীকৃতির মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ করে। মানবসমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হলো পরিবার। পরিবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় সদা জাগ্রত থাকে এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবার তাদের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এছাড়া সন্তানদের সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবার পালন করে। মানব শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পারিবারিক পরিবেশেই শিশু নিজেকে বৃহত্তর সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে। পরিবারই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

উদ্দীপকের সজীব হোসেনও বাবা-মার পছন্দের একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে। সেইসাথে সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। উদ্দীপকের এসকল বৈশিষ্ট্য আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, সজীব হোসেনের কাজের মাধ্যমে পরিবারের কার্যাবলী নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বিবাহের কার্যাবলীর কেবলমাত্র পরিবার গঠন ও সন্তান জন্মদান বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বিবাহের কার্যাবলী আরও ব্যাপক।

বিবাহের প্রধান ভূমিকাই হলো পরিবার গঠন করা ও সন্তান লালন-পালন করা। কিন্তু এগুলো ছাড়াও বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ মানুষের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে। বিবাহের মাধ্যমে পিতা-মাতা একজন সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতির বৈধতা লাভ করে। মানব শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ হলো অবৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণের চেষ্টা। কিন্তু একমাত্র বিবাহই মানুষকে এ ধরনের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখে। এর মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বেড়ে যায়, মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। সেইসাথে মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ইত্যাদি কাজও বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সজীব হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাবা-মার পছন্দ মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীও চাকরি করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্দীপকের এ সকল তথ্য দ্বারা বিবাহে কেবলমাত্র পরিবার গঠন করা, সন্তান জন্মদান ও তাদের লালন-পালনের বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উপরে বর্ণিত কার্যক্রমও বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটিতে বিবাহের কার্যাবলীর খণ্ডচিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ শামীম ও শাহিদা ২০০৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা শহরে একটি বাসা ভাড়া করে বসবাস করতে থাকে। ২ বছর পর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। শিশুটিকে ৫ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং তারা সুখী জীবনযাপন করছে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মূল পার্থক্য কী? ২

গ. শামীম ও শাহিদা যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কী কী ভূমিকা রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

teachingbd24.com

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালী যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

খ স্থায়িত্ব ও গঠনগত দিক থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি সর্বজনীন ধারণা। এটি স্থায়ী ও গতিশীল। আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের কিছু উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্যপূরণ হলে বা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে এটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিচালনা বোর্ড বা পেশাজীবী সদস্য প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সামাজিক সংস্থাগুলোয় পরিচালক বোর্ড বা পেশাজীবী সদস্য প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে শামীম ও শাহিদা পরিবার গঠন করেছে।

মানবসমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার হচ্ছে এমন একটি বিশ্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। তবে সন্তান ছাড়াও পরিবার হতে পারে। আবার স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এবং আত্মীয়দের নিয়েও পরিবার হতে পারে। স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধনের পর একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শামীম ও শাহিদা ২০০৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা শহরে একটি বাসায় বসবাস করে। তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। এতে বোঝা যায়, শামীম ও শাহিদা পরিবার গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। সমাজজীবনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের পরিচিতি, মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি নির্ধারণে পরিবার মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা বহুমুখী। পরিবার শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবারের মাধ্যমে মানুষ বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া জন্ম পরিচিতির প্রেক্ষিতে শিশু আরোপিত মর্যাদার অধিকারী হয়। ফলে অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই সে সচেতন হয়। এরূপ সচেতনতা মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতা নিরসনে এরূপ মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্যরা শিশুদেরকে সমাজ অনুমোদিত বহুমুখী আচরণ শিক্ষা দেয়। পারিবারিক পরিবেশ শিশু, প্রবীণ, অক্ষম এবং বেকার সদস্যদের ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে পরিবার সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ তামিম সাহেব পরিবার পরিজন নিয়ে শহরে বসবাস করেন। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। সংসারের খরচ, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, মাতা-পিতার চিকিৎসা ব্যয় সবকিছুই তিনি বহন করেন। তিনি তার পরিবারকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাই পরিবারকে সুখী করতে তার প্রচেষ্টার কোনো অন্ত নেই।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. CIA জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছে? ১

খ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়? ২

গ. তামিম সাহেবের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন পরিবারের কোন কার্যাবলিকে তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তামিম সাহেবের পারিবারিক কার্যাবলি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CIA জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের ৪টি উপাদানের উল্লেখ করেছে।

খ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ইন্টারনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের সর্বত্র এর মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধমূলক শ্লোগান, প্রবন্ধ, গবেষণা সহজে পৌঁছানো যায়। যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সচেতন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে পরিবারের প্রতি তামিম সাহেবের দায়িত্ব পালন পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে তুলে ধরে।

পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যাবলি হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলি। পরিবারের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি হলো— সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের জন্য অর্থের সংস্থান করা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, চিকিৎসার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন কিংবা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি। এককথায় আমরা বলতে পারি, পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

আদিম যুগের কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবারকে বলা হয় উৎপাদনের একক বা Unit of Production। কারণ, উৎপাদন, আয়, ভোগ ও বণ্টন প্রত্যেকটি পর্যায়ই পরিবারকে কেন্দ্র করে এবং পরিবারের সদস্যদের চাহিদার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। আর পরিবার তার সদস্যদের চাহিদাগুলো কী অনুপাতে পূরণ করবে তা নির্ভর করে পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের উপর।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে তামিম সাহেব যেহেতু পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন পূরণে সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করেন তাই তার কার্যাবলি পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

ঘ তামিম সাহেবের পারিবারিক কার্যাবলি কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলি ছাড়াও পরিবারের আরো কতগুলো কাজ রয়েছে।

পরিবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সদস্যদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে কাজ করে। সেই সাথে সদস্যরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পরিবার তাদের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। পাশাপাশি সদস্যদের সমাজ উপযোগী করার দায়িত্বও পরিবারের। পরিবার তার সদস্যদের সামাজিক নিয়ম, রীতি নীতি, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির শিক্ষা দিয়ে থাকে। পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয়। এছাড়াও পরিবার তার সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিবার বিভিন্ন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ পরিবার সামগ্রিকভাবে তার সদস্যদের জন্য জৈবিক নিয়ন্ত্রণমূলক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয় এবং বিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যাবলি পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে তামিম সাহেবের কার্যাবলিতে কেবল অর্থনৈতিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পরিবার অর্থনৈতিক কার্যাবলির পাশাপাশি শিক্ষামূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় প্রভৃতি কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২০ শিক্ষক ক্লাসে একটি বিষয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন। যেমন—

১. সরকারি-বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন ধরনের হয়।
২. সমাজ থেকে সৃষ্টি হয় এবং তাদের কার্যক্রম সমাজের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।
৩. সমাজের অনগ্রসর, অসহায় লোকজনের কল্যাণে বেশি কাজ করে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. 'Social Institution' গ্রন্থের লেখক কে? ১
খ. ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ কীভাবে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষক যে বিষয়টি লিখেছেন সেটি কি পূর্ণাঙ্গ? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Social Institution' গ্রন্থের লেখক এইচ ই বার্নস।

খ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষ অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। রাষ্ট্র ও আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে অপকর্ম করা যায়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো অপকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিক সংস্থা হলো সমাজসেবা প্রদানকারী সংগঠন; যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এগুলো সরকারি বা বেসরকারি এবং আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের হয়।

উদ্দীপকে শিক্ষকের উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী এ তিন ধরনের হয়। সমাজেই এর সৃষ্টি হয়। সমাজের মানুষের কল্যাণে এটি কাজ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য সামাজিক সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার এটি সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় লোকজনের কল্যাণেও কাজ করে। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, শিক্ষকের উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক সংস্থা। কারণ সামাজিক সংস্থা সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর লোকের কল্যাণে কাজ করে। সামাজিক সংস্থাগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আইনের মাধ্যমে গঠন করা হয়। এ সংস্থাগুলো পরিচালিত হয় সরকারি অনুদান, মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংস্থা বা বিদেশের অনুদানের মাধ্যমে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষক সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য লিখেছেন। কারণ সামাজিক সংস্থা সরকারি-বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন ধরনের হয়। সমাজ থেকেই সামাজিক সংস্থার উদ্ভব এবং সমাজের মানুষের কল্যাণে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া এধরনের সংস্থাগুলো অসহায় ও অসহায় মানুষের কল্যাণে বেশি কাজ করে। কিন্তু উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠেনি।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামাজিক সংস্থাগুলো সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক নানা ধরনের সেবা দেয়। সংস্থাগুলো আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রকমের হয়। এছাড়াও সামাজিক সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি ও আইন-কানুন অনুসরণ করে। সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের জন্য এগুলো নিবেদিত। প্রতিটি সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন পেশাজীবী, সমাজকর্মী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক সংস্থাকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারেনি। কারণ এতে সংস্থাগুলোর সব কার্যাবলি ফুটে ওঠেনি বরং খণ্ডিত একটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ হাসান এলাকার লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া বালিকার বিয়ের ব্যাপারে জানলে প্রশাসনকে জানায়। হাসান নিজেও একজন সমাজকর্মী হওয়ায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় অবশেষে বিয়েটি বন্ধ হয়।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস কোনটি? ১
খ. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মী কোন প্রকৃতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এ ধরনের সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কীভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬ জুনকে আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

খ কাম্য জনসংখ্যা বলতে দেশের সম্পদের সাথে জনসংখ্যা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বোঝায়।

যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সে প্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

গ উদ্দীপকের সমস্যাটি বাল্যবিবাহ আর এটি সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন।

বাংলাদেশে পরিবারকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাল্যবিবাহ। সমাজকর্মীগণ এ সমস্যা মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধকারী সমন্বয়কারী ও সক্ষমকারী ভূমিকা পালন করে। একজন সমাজকর্মী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এ সমস্যার কারণ, প্রভাব নির্ণয় ও এর ফলে স্বাস্থ্য শিক্ষা, উন্নয়ন কার্যক্রমে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্যাবলি জনগণের মাঝে উপস্থাপন করে জনগণকে সচেতন ও প্রথার বিরুদ্ধে সংঘটিত করে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন সমাবেশ লিফলেট বা পুস্তিকা বিতরণে সামাজিক প্রশাসন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। সেই সাথে বাল্যবিবাহ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর একটি প্রথা ও প্রথার বিরুদ্ধে তেমন কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কর্ক্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার বা আইন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করতে পারেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে এলাকার লোকজন মিলে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। এ খবরটি শুনে সমাজকর্মী হাসান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বিয়েটি বন্ধ করে। সমাজকর্মী হাসানের এ কাজটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির প্রয়োগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। উপরের আলোচনার মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সুতরাং বলা যায়, একজন পেশাদার সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক সমস্যা সমাধান করেছেন।

ঘ বাল্যবিবাহ সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের পাশাপাশি সামগ্রিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন।

সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান বিশেষ অবস্থার উন্নয়ন ও সংস্থার সাধনের এক কৌশলগত ও সমন্বিত ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে

Teachingbd24.com

ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। জনগণের অজ্ঞতা, অদৃষ্টবাদিতা, কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা দূরীকরণের স্বার্থে জনগণ যাতে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়। সর্বোপরি বঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন অর্থায়নে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী হাসান সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া এক বালিকার বিয়ে বন্ধের ব্যাপারে প্রশাসনকে জানায় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অবশেষে বিয়েটি বন্ধ করা হয়। বাল্যবিবাহ নামক এ সামাজিক সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী অবদান রাখতে পারেন। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও আইন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে তিনি বাল্যবিবাহ সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন। সেই সাথে এর নেতিবাচক দিক প্রচার প্রচারণার ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২২

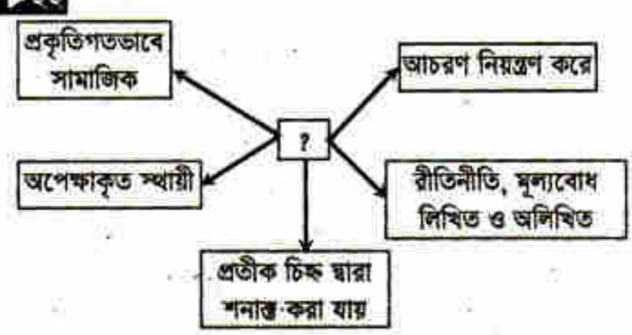

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]

ক. Sociology গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. সামাজিকীরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ধারণা "যৌতুক" নামক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Sociology গ্রন্থটির লেখক হলেন Paul B Horton ও Chester L Hunt।

খ সামাজিকীকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে একজন শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মূলত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে প্রবেশ করে। ফলে নতুন নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তাকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, শিশুর এই সামাজিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের ধারণাটি হলো ধর্ম।

ধর্মের ইংরেজি Religion শব্দটি ল্যাটিন Religere শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সংযোগ বা বন্ধন। সুতরাং আভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বোঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনে। মানবজীবনকে সত্য ও কল্যাণের পথে সংযুক্ত করে, আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' মানে ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, যা মানুষ ধারণ করে তা-ই ধর্ম। আবার ধর্মের আরবি প্রতিশব্দ 'দ্বীন'। যার অর্থ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং জীবনকে যা ধারণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা বিধিবদ্ধ জীবনব্যবস্থা দেয় তা-ই ধর্ম।

উদ্দীপকের ছকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যা প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক এবং এটি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর রীতিনীতি, মূল্যবোধ লিখিত ও অলিখিত। এটি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করা যায় এবং এর স্থায়ীত্ব রয়েছে। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টি হলো ধর্ম যার ধারণাই উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ উক্ত ধারণাটি অর্থাৎ ধর্ম যৌতুক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ধর্ম বলতে অতি প্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাস বোঝায়। এ বিশ্বাস সমাজ ও মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সামগ্রিক জীবনদর্শন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন মানুষের আচার-আচরণ ও সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। এ বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণকে নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিবোধের প্রতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে আমাদের সমাজের অন্যতম সমস্যা হলো যৌতুক। ধর্মীয় দৃষ্টিতে যৌতুক আদান-প্রদানকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ যৌতুক আদান-প্রদান করলে পরকালে তার শাস্তির বিধান রয়েছে। ইহকালে তার কাজের ফলাফল পরকালে ভোগ করতে হবে। এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে যৌতুকসহ অন্যান্য সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ধারণা ধর্ম যৌতুক নামক সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। নিজ নিজ আদর্শ ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দেশের কোন কোন মানুষ মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ইবাদত করে, কেউ কেউ আবার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং অনেকেই মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন। এই রকম নিজ নিজ কর্মকান্ডগুলোই আমাদের সঠিক ও সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. SWAT-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিত্ব করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সমাজজীবনে অপরিসীম- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SWAT-এর পূর্ণরূপ হলো— Special Weapons And Tactics

খ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশের প্রচলিত আইন যথাযথ প্রয়োগ করে, নাগরিকদের নিরাপত্তা দেয় ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

যেসব সংস্থার মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধানে প্রয়োগ করা হয়, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলা হয়। এক্ষেত্রে যারা প্রতিষ্ঠানিকভাবে আইনের প্রতি অনুগত থেকে সমাজের নিয়ম ও আদর্শ ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করে এবং শাস্তি প্রদান করে তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলে।

গ উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা।

TeachmeBDA.com

সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। সমাজজীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। মানবসমাজের সাথে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়া ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং মূল্যবোধ গঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম মানব জীবনের সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ও মৃত্যু থেকে পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও ধর্মের বিধান আছে। এসব বিধান মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে।

ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন—মিথ্যা কথা বলা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানুষের আদর্শ ও সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। এখানে মানুষ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা তথা ইবাদত করে। এভাবে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের সঠিক ও সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য দ্বারা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায় সমাজজীবনের সহজ ও সুন্দর করতে ধর্ম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ বছর এবং ১৮ বছর। ঋত্বিক এবং সুলেখা নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। বিবাহের যোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হয়ে এবং সামাজিক কিছু রীতিনীতির ভিত্তিতে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসাথে বসবাস করছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দুটি গণমাধ্যমের নাম কী? ১

খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঋত্বিক সুলেখার বিষয়টি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দুটি গণমাধ্যম হলো— টেলিভিশন ও সংবাদপত্র।

খ রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের ওপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ বলা হয়।

ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রে বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, কল্যাণকর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঋত্বিক ও সুলেখার বিষয়টি পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে।

বর্তমান বিশ্বে পরিবার একটি সর্বজনীন ও মৌলিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করেই সমাজ গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন একত্রে এ সংগঠনে বসবাস করে। পরিবার হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ ভালোবাসা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এছাড়া পরিবার মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়। আর এ পরিবার গঠনের অন্যতম উপায় হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়ে পরিবারেই তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। সর্বোপরি পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বিবাহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের ঋত্বিক ও সুলেখা নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। বিবাহের যোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হয়ে এবং সামাজিক কিছু রীতিনীতির ভিত্তিতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস শুরু করে। উদ্দীপকের এ সকল তথ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে পরিবার।

ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরিবার একটি সর্বজনীন সামাজিক সংগঠন। পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন, যাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর মানব সমাজ গড়ে উঠেছে। পরিবার হলো সমাজের জন্মকোষ। পরিবারের প্রয়োজনীয়তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, পরিবার গঠনের মাধ্যমে মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। আর জৈবিক চাহিদা পূরণ পরিবারের মৌলিক কাজ। এছাড়া পরিবারকে Human Nursery বলা হয়। কারণ পরিবারই স্নেহ, ভালোবাসা, মায়ামমতা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পন্ন করে। নানাবিদ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সেই সাথে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ আর তার সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারই প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া পরিবারকে মানবজীবনের শাশ্বত বিদ্যাপীঠ। সেই সাথে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, চিত্তবিনোদনমূলক, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি কার্যাবলি পরিবারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিবারই হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারে পরিবার। এছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও দেশের জন্য সুনাগরিক উপহার দিতে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবার মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষাদান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো ও ধর্মীয় প্রভৃতি জাগ্রতকরণসহ সুস্থ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়তে পরিবারের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ঘিওর সরকারি কলেজের সমাজকর্মের বিষয়ের শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, আদর্শ, প্রতিষ্ঠা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটি একটি মানসিক চেতনা যা নানারকম রীতিনীতির ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে।

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৯]

ক. এজেন্সি কী? ১

খ. গণমাধ্যম কী? ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তার ধারণা ব্যক্ত করো। ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থানে অফিস বা কার্যালয় চালু করাকে এজেন্সি বলে।

খ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ জনাব রফিকুল ইসলাম যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের শিক্ষকও একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রফিকুল ইসলামের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুল জলিলের বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. 'We Feeling' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার আচরণ এবং কার্যপ্রণালী যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

খ We feeling বলতে বোঝায় নিজের সাথে সমস্ত দলের সদস্যদের একাত্মতা অনুভব করা।

দলের সদস্যদের প্রতি অন্তরঙ্গতা, নিবিড়তা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতার আগ্রহ ও উৎসাহই- We feeling নামে পরিচিত। We feeling এর কারণে দলের সদস্যরা একে অন্যকে কাছে টেনে নেয়। অন্যের সুখে সুখ বোধ করে, অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ গণমাধ্যম বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের একপর্যায়ে শিক্ষক গণমাধ্যম বিষয়ক আলোচনা করেন। গণমাধ্যম জনগণের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সরবরাহ করে। জনগণ সরাসরি তা দেখতে শুনতে, পড়তে পারে। তিনি কিছু গণমাধ্যমের উদাহরণ ও দেন। যেম— রেডিও, টিভি, চলচিত্র, সংগীত ইত্যাদি। এসব মাধ্যম জনমত গঠনে সহায়তা করে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি কার উক্তি? ১

খ. গণমাধ্যম কীভাবে জনমত তৈরি করে? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত উদাহরণসমূহ কী প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি ইংরেজি বিজ্ঞানী Sir Edward Bunnett Tylor-এর উক্তি।

খ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রেজা ও রুমা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকে। প্রতিবেশীরা তাদের পরামর্শ দিল রাকিব সাহেবের পরামর্শ নিতে। রাকিব সাহেব একজন নামকরা সমাজকর্মী। রাকিব সাহেব স্বামী-স্ত্রী সঙ্গে আলাদাভাবে কিছুদিন কাউন্সিলিং করেন। বর্তমানে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১; নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. বিবাহ কী? ১

খ. পরিবারের ২টি কার্যাবলি লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের পারিবারিক ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর কোন ধরনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়? ৩

ঘ. পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত পদ্ধতি একমাত্র উপায় নয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈধ ও নৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানই হলো বিবাহ।

খ মানব সমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। বিবাহ পরিবার গঠন করার প্রথম মাধ্যম। পরিবারের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় ও চিত্তবিনোদনমূলক পরিবার গঠন। মানব সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র ধর্মীয় স্বীকৃতি সংস্থা হলো পরিবার। এছাড়া পরিবারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। পরিবারের মাধ্যমে একটি শিশু যথাযথ আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিবাহিত দম্পতি ও পরিবারের যেসব সদস্য সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছেন না তাদের জন্য পৃথক পৃথক কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন, দক্ষতা কাজে লাগানোর ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটানো হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী রাকিব সাহেব স্বামী ও স্ত্রীর সাথে পৃথক পৃথক কাউন্সিলিং করায় বর্তমানে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। রাকিব সাহেবের কাজ পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকাকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে উদ্দীপকে অনুসৃত সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকাই একমাত্র উপায় নয়।

উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এটি ব্যতীত পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর আরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো—দলগত পর্যায়ের ভূমিকা এবং সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা।

দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সকল সদস্যকে একসাথে নিয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। যা সাধারণত Family group work-এর অংশ। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমগ্র পরিবারটিকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করেন। সেইসাথে তিনি পরিবারের সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সাহায্য করার জন্য দল সমাজকর্মের কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। অন্যদিকে সমষ্টিগত পর্যায়ে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী বিভিন্ন সভা, সেমিনার, টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবারের সঠিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর অনুসৃত পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু দলগত পর্যায় ও সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তাই বলা যায়, পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে উদ্দীপকে সমাজকর্মীর অনুসৃত পদ্ধতিই একমাত্র উপায় নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ সুমনদের বাসায় একটি রেডিও আছে। এক সময় রেডিও ছিল বিনোদন সংবাদ শ্রবণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সম্প্রতি তার বাবা একটি রঙিন টিভি কিনেছে এক সাথে ডিশ সংযোগও নিয়েছে। ফলে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখা তার জন্য সহজ হয়েছে। বর্তমানে সুমন মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটও ব্যবহার করে।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর | প্রশ্ন নং ৬]

ক. CID কী? ১

খ. বিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির ভূমিকা উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CID হলো Criminal Investigation Department

খ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গণমাধ্যম-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গণমাধ্যম হচ্ছে যে মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় বা সম্পর্কের উন্নতি হয়। গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। জনডি মিলিট তিন ধরনের গণমাধ্যমের কথা বলেছেন। যথা— শ্রবণ মাধ্যম, দর্শন মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম।

উদ্দীপকের সুমনদের বাসায় রেডিও ছিল শ্রবণ মাধ্যম। বর্তমানে তার বাবা যে টিভি কিনেছেন তা হলো একাধারে শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম উভয়ই। তাছাড়া সে এখন মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গণমাধ্যমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, মিলগাঁও, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী লেখ। ২

গ. চিত্রে ? স্থানে কী বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ গঠনে একজন সমাজকর্মী কীভাবে কাজ করতে পারে? আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ, বিশ্বাস, আগ্রহ অনাগ্রহসহ বিভিন্ন তথ্য কোনো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে গণমাধ্যম বলে।

খ ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পরিবারের কার্যাবলি অনেক বিস্তৃত। পরিবার মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। আর ব্যক্তির সমাজিকীকরণে এটি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি সদস্যদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করে। আবার পরিবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পরিবার সদস্যদের আশ্রয়স্থল। বিনোদন কেন্দ্র এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবেও পরিবারের গুরুত্ব রয়েছে।

গ সৃজনশীল ২৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হলো ধর্মীয় অনুশাসন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা। মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচরণ ও সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হয়। উদ্দীপকে সেকুলের মতো মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় করতে এবং ধর্মীয় আদর্শের আওতায় আনতে সমাজকর্মীরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম।

সমাজকর্মীরা সাহায্যকারী হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কেননা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। অসহিষ্ণুতা, অপরাধ, অন্যায়, ঘুষ, দুর্নীতি, হানাহানি, দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, নির্যাতনসহ বিভিন্ন সমস্যার ফলে সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী মানুষের পারস্পরিক মানবিকতাবোধকে জাগ্রত করতে ভূমিকা রাখেন। সেইসাথে ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে তাকে সক্ষম করে তুলতে হবে। এর ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা যাবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জাহিদের বয়স ৮ বছর। সে বাবা-মায়ের সাথে ঢাকা নিউমার্কেটে শপিং করতে যায়। বাবা-মা কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে আর জাহিদ দোকান থেকে বাইরে চলে আসে। একটি অপহরণকারী চক্র জাহিদকে তুলে নিয়ে যায়, জাহিদের কাছ থেকে মোবাইল নম্বর নিয়ে ঐ

Teachingbd24.com

চক্র জাহিদের বাবার কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। জাহিদের বাবা গোপনে পুলিশকে জানিয়ে রাখে। টাকা লেনদেনের একপর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণকারী চক্রকে ধরে ফেলে। জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়।

[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল। প্রশ্ন নং ৫]

ক. ই.বি. টেইলরের মতে ধর্ম কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কারণে জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অপরাধ দমনে উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই.বি. টেইলরের মতে, ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জাহিদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকার কারণে বেঁচে যায়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায় যারা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, অপরাধমূলক কার্যক্রম তদন্ত ও অপরাধীকে খুঁজে বের করা এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন— অপরাধ দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, জনস্বার্থ পরিপন্থী আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও জনসচেতনতা, আইনি সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দমন, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা অপহরণ, লুণ্ঠন প্রতিরোধ করে আইনের আওতায় শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে এ সংস্থা প্রকৃত ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে জাহিদের বয়স ৮ বছর। সে বাবা-মার সাথে শপিং করতে আসে। কেনাকাটার ব্যস্ততায় জাহিদ দোকানের বাইরে চলে যায়। এ সুযোগ একটি অপহরণকৃত চক্র তাকে তুলে নিয়ে যায়। সেই সাথে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ লেনদেনের একপর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণকারীদের ধরে ফেলে। ফলে জাহিদ বেঁচে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, জাহিদের প্রাণে বাঁচতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকর পদক্ষেপই জাহিদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

ঘ অপরাধ দমনে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি বাধা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন— দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, নানা ধরনের অপরাধ বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমাজকে ঘিরে রেখেছে। আর এসব সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে অপরাধ যা বর্তমান সময়ে একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সংস্থা অপরাধীদের আটক, অপরাধ তদন্ত ও বিশ্লেষণ, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, প্রতিরোধমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি, সর্বোপরি অপরাধ নির্মূলে অভিযান পরিচালনা করে। এভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এ সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে শিশু ও নারী পাচার, মাদকদ্রব্য চোরাচালান, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনগত হস্তক্ষেপ ব্যতীত এ সকল সামাজিক সমস্যার টেকসই সমাধান ও প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জাহিদ নামের ৮ ছরের শিশুকে একটি অপহরণকারী চক্র তুলে নিয়ে যায়। সেই সাথে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপন চায়। জাহিদের বাবা গোপনে পুলিশকে জানিয়ে রাখে এবং টাকা লেনদেনের এক পর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণ চক্রকে ধরে ফেলে। জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়, জাহিদের প্রাণ বেঁচে যাওয়ার পেছনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাই মুখ্য পাশাপাশি সংস্থা উপরোল্লিখিত বিভিন্ন অপরাধ দমনে যৌথভাবে কাজ করে। তাই বলা যায়, অপরাধ দমনে ও উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে এবং সমাজ শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রিমন প্রতি শুক্রবার তার বাবার সাথে মসজিদে যায়। মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। তিনি ধর্মকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

[সাভার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের ভূমিকা কীরূপ? ২

গ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ধর্মীয় মূল্যবোধ কীভাবে জাগ্রত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইমাম সাহেবের মতামতকে কি তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণমাধ্যম হলো বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে।

খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের ভূমিকা হলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অপরাধ দমন, অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা, সমাজের নিয়ম-নীতি, প্রথা ও আইনবিরোধী কাজ যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তাই মূলত সামাজিক সমস্যা। যেমন— দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজস্ব নীতি, আদর্শ ও সংবিধানের আলোকে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে, যা প্রয়োগ করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে। যেমন— এসিড নিক্ষেপ দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আদালতে উপস্থাপনের পর তথ্যপ্রমাণে দোষী প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হবে।

গ সৃজনশীল ২৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, সামাজিক সমাধানে ইমাম সাহেবের মতামতকে আমি সমর্থন করি। ধর্ম বলতে অতিপ্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে বোঝায়। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের আচার-আচরণ এবং সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে। ইহকালের কাজের ফলাফল পরলোকে ভুগতে হয় এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। তাই সামাজিক অন্যায়, অনাচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা ও প্রভাব যেকোনো ধরনের বিরোধ ও বিতর্কের উর্ধ্বে।

উদ্দীপকে মসজিদের ইমামের বক্তব্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানের ও প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো ধর্ম। উক্তিটি যথার্থ বলে আমি করি।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে ইতিবাচক জীবনযাপনের অনুপ্রাণিত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে সকল প্রকার অপকর্ম থেকে দূরে রাখে বলে এটি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের হাতিয়ার।

Teachmeo24.com

★★ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা, বৈশিষ্ট্য

১. সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট কোন ধরনের সমস্যা নিরূপণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তিগত সমস্যা খ দলীয় সমস্যা
গ সামাজিক সমস্যা ঘ রাষ্ট্রীয় সমস্যা **গ**

২. মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণে কোন সংস্থা কাজ করে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান
খ সাহায্যার্থী
গ রাজনৈতিক দল
ঘ মানবাধিকার কমিশন **ক**

৩. '*Social Institution*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক বার্নস খ ম্যাকাইভার
গ অগবার্ন ঘ নিমকফ **ক**

৪. '*Fundamental of Sociology*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক আর. এম ম্যাকাইভার খ পেজ
গ জাট্রুড উইলসন ঘ জিসবার্ট **ঘ**

৫. প্রতিষ্ঠান নামক চাকার ওপর ভিত্তি করে কী পরিচালিত হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি খ পরিবার
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র **গ**

৬. '*The Psychology of Human Society*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক *Maclver* খ *August Comte*
গ *H E. Barner* ঘ *Ellwood* **ঘ**

৭. 'মানুষ যখন সংঘ গড়ে তোলে তখন তার পরিচালনায় নিয়ম পদ্ধতি বা কার্যপ্রণালি সৃষ্টি করে'— উক্তিটি কোন গ্রন্থে রয়েছে? [জ্ঞান]
ক *Social Institution*
খ *Fundamental of Society*
গ *Society*
ঘ *The Psychology of Human Society* **গ**

৮. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য? [জ্ঞান]
ক সর্বজনীনতা খ পরিচালনা বোর্ড
গ আনুষ্ঠানিক সংগঠন ঘ মানবিক সেবা প্রদান **গ**

৯. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ? [জ্ঞান]
ক বিশ্ববিদ্যালয় খ ব্যাংক
গ বিবাহ ঘ পরিবার **ঘ**

১০. সামাজিক সংস্থা কোনটি? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ মসজিদ-মন্দির
ঘ কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র **ঘ**

১১. মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন পূরণে কাজ করে থাকে কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক পরিকল্পনা খ সামাজিক আইন
গ সামাজিক প্রথা ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান **ঘ**

১২. 'প্রতিষ্ঠান হলো কোনো মৌলিক ব্যবস্থা যা নিয়মকানুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গ্রিন উডের খ ম্যাকাইভারের
গ পেজের ঘ ম্যাক ও ইয়ং-এর **ঘ**

১৩. সমাজস্থ মানুষের মধ্যকার জ্ঞাতি সম্পর্ক রক্ষায় নিচের কোনটি অধিক কার্যকর? [জ্ঞান]
ক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া খ সামাজিক সম্প্রীতি
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ সামাজিক সংস্থা **ঘ**

১৪. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি? [জ্ঞান] *[ঢাকা সিটি কলেজ]*
ক পরনির্ভরতা খ স্বনির্ভরতা
গ সহযোগিতা ঘ সংঘবদ্ধতা **ঘ**

১৫. সমাজে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার জন্য কীসের প্রয়োজন রয়েছে? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সংস্থার
খ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের
ঘ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের **গ**

১৬. সমাজ ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে কোনটির পরিবর্তন হয়? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় বিধিবিধানের
খ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের
গ মানুষের মৌলিক চাহিদার
ঘ অর্থনৈতিক চাহিদার **খ**

১৭. মানুষ বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে— [অনুধাবন]
i. সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপনের জন্য
ii. সহজ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য
iii. স্বচ্ছল জীবনযাপনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৮. সংস্থা সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. বিদেশি অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়
ii. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে
iii. সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৯. সামাজিক সমস্যা নিরূপণে কাজ করে থাকে বিভিন্ন— [অনুধাবন]
i. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
ii. সামাজিক সংস্থা iii. সামাজিক ফোরাম
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজন ছোটবেলা থেকে আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা প্রভৃতি তার পিতামাতা বা পরিবার থেকে, খেলার সাথীদের কাছ থেকে এবং তার স্কুল থেকে শিখেছে। এভাবে রাজন শিশু থেকে একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়েছে। *[অধ্যাপক আবদুল মতিন কলেজ, কুমিল্লা]*

Teachingbd

২০. রাজনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে কী বলে? [প্রয়োগ]
ক সামাজিকীকরণ খ হস্তক্ষেপ কৌশল
গ উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ বিকাশ প্রক্রিয়া **ক**

২১. রাজনের মতো প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া ভূমিকা পালন করে– [উচ্চতর দক্ষতা]
i. অর্থনৈতিক শিক্ষাদানে ii. সামাজিক শিক্ষাদানে
iii. নৈতিক শিক্ষাদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলি

২২. '*The History of Human Marriage*' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ওয়েস্টার মার্ক খ ল্যান্ডবার্গ
গ রস ঘ পিবি হর্টন **ক**

২৩. সমাজবিজ্ঞানী Ross (রস) বিবাহকে কয়টি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন? [জ্ঞান]
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি **ক**

২৪. সমাজব্যবস্থায় একে অন্যের সাথে সুসম্পর্কের পিছনে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ ধর্ম ঘ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান **ক**

২৫. 'বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তিমাত্র'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ম্যালিনোস্কির খ ম্যাকাইভারের
গ ওয়েস্টার মার্কের ঘ পি বি হর্টনের **ক**

২৬. *Society: An Introductory Analysis* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক অগবার্ন খ ম্যাকাইভার ও পেজ
গ ডেভিড পোপেনো ঘ এলিয়ট ও মেরিল **খ**

২৭. সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলিকে কয়'ভাগে বিভক্ত করেছেন? [জ্ঞান]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **ক**

২৮. প্রাচীনকালে কোনটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল? [জ্ঞান]
ক বিভিন্ন কলকারখানা খ পরিবার
গ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **খ**

২৯. কীসের মাধ্যমে মানুষ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির ধারার সাথে পরিচিত হয়? [জ্ঞান]
ক পরিবার খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
গ গণমাধ্যম ঘ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান **ক**

৩০. কোনটি আকারের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার? [জ্ঞান]
ক পিতৃসূত্রীয় পরিবার খ একক পরিবার
গ মাতৃবাস পরিবার ঘ মাতৃপ্রধান পরিবার **খ**

৩১. পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি কী? [জ্ঞান]
ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খ বিবাহ
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ সামাজিক এজেন্সি **খ**

৩২. '*Sex and Repression in Savage Society*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ই. আর. গ্রোস খ অমর্ত্য সেন
গ ম্যালিনোস্কি ঘ রবার্ট লুই **গ**

৩৩. দিলীপ বড়ুয়া বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। বিবাহ করার সময় দিলীপ বড়ুয়া কাদের নিয়ম অনুসরণ করবেন? [জ্ঞান]
ক মুসলমানদের খ হিন্দুদের
গ খ্রিস্টানদের ঘ বৌদ্ধদের **ঘ**

৩৪. বিবাহের অন্যতম ভূমিকা কোনটি? [অনুধাবন]
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করে
খ সামাজিক ঐক্য বাড়ায়
গ সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করে
ঘ সামাজিক ঐক্য কমায় **গ**

৩৫. যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে মূল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [জ্ঞান]
ক পরিবার খ গোত্র
গ সরকার ঘ আইনসভা **ক**

৩৬. পরিবার কীভাবে মানসিক উৎকর্ষতার বিকাশস্বরূপ বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করে থাকে? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তিগত কার্যাবলির মাধ্যমে
খ দলীয় কার্যাবলির মাধ্যমে
গ সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে
ঘ মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলির মাধ্যমে **ঘ**

৩৭. পরিবারের মাধ্যমে কীসের আইনানুগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহের খ লেভিরেট বিবাহের
গ সরোরেট বিবাহের ঘ ক্রসকাজিন বিবাহের **ক**

৩৮. নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগত ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক বিবাহের মাধ্যমে খ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে
গ আদালতের মাধ্যমে ঘ আইনের মাধ্যমে **ক**

৩৯. বিবাহের ক্ষেত্রে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. পরিবার গঠনের একমাত্র বৈধ উপায়
ii. মানুষের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ
iii. ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪০. পরিবারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা সদস্যদেরকে বিরত রাখে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক অনাচার থেকে
ii. সামাজিক অপরাধমূলক কাজ থেকে
iii. আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৪১. পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয়, কারণ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে— [সকল বোর্ড ২০১৫]
i. পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনানুষ্ঠানিক
ii. শিশু জন্মগতভাবে কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য
iii. নির্ভরশীল ও শিক্ষা সম্পর্ক বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪২. পরিবারের কাজ হচ্ছে- [অনুধাবন] [ময়মনসিংহ সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]
i. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ii. সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় সদাজাগ্রত থাকা
iii. বংশের ধারা অব্যাহত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঊর্মি তার চার বছরের শিশুকে অবসরে বর্ণমালা চিনতে শেখায়। বাড়িতে অতিথি এলে তাদেরকে সালাম দিতে শেখায়। বড়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলে।

৪৩. অনুচ্ছেদে পরিবারের কোন ধরনের কার্যাবলির চিত্র ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক রাজনৈতিক খ শিক্ষামূলক
গ অর্থনৈতিক ঘ মনস্তাত্ত্বিক **খ**

৪৪. পরিবারের উক্ত কার্যাবলি সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিবারই মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে
ii. একমাত্র পরিবারই শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে থাকে
iii. পিতামাতার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে শিশু শিক্ষাজগতে পদার্পণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা, বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ

৪৫. সমাজের জন্য ক্ষতিকর, অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বাধাকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক সমস্যা খ অর্থনৈতিক সমস্যা
গ ক্ষতিকর অবস্থা ঘ সামাজিক সমস্যা **ঘ**

৪৬. সমাজের অবৈধ বিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি সমাজকর্ম খ সামাজিক কার্যক্রম
গ সমষ্টি সমাজকর্ম ঘ সামাজিক গবেষণা **খ**

৪৭. পরিবারের সদস্যদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সমাজকর্মী কোন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক সামাজিক শিক্ষা খ পারিবারিক শিক্ষা
গ নৈতিক শিক্ষা ঘ ধর্মীয় শিক্ষা **খ**

৪৮. সমাজকর্মী মাহবুব কীভাবে পরিবার কাঠামো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে পারেন? [অনুধাবন]
ক আলোচনার মাধ্যমে
খ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে
ঘ চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে **ঘ**

৪৯. CIA প্রদত্ত সন্ত্রাসবাদের উপাদান হলো— [অনুধাবন]
i. পূর্ব পরিকল্পিত কার্যক্রম
ii. টার্গেট বেসামরিক জনগণ
iii. বিশেষ জাতিগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫০. নারী নির্যাতন হলো— [অনুধাবন]
i. নারীর ওপর দৈহিক নির্যাতন
ii. পরনির্ভরশীল করে তোলা
iii. নারীর ওপর মানসিক নির্যাতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ ধর্মের ধারণা; সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা; ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫১. সংস্কৃত 'ধৃ' শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক মেনে চলা খ ধারণ করা
গ দেখা ঘ বিশ্বাস করা **খ**

৫২. *Primitive Culture* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ই বি টেইলর খ ডুর্খেইম
গ ওয়েস্টার মার্ক ঘ ম্যাকাইভার **ক**

৫৩. *The Elementary Forms of Religious life* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ডুর্খেইম খ ই বি টেইলর
গ টমাস মুলার ঘ লর্ড ব্যাগলান **ক**

৫৪. 'ধর্ম হলো পবিত্র বস্তু সম্পর্কিত কতকগুলো বিশ্বাস ও প্রথার সমষ্টি'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই বি টেইলরের খ এ মিল ডুর্খেইমের
গ টমাস মুলারের ঘ লর্ড ব্যাগলানের **খ**

৫৫. মৌল ও সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ ধর্ম ঘ গণমাধ্যম **গ**

৫৬. কীভাবে সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা পাওয়া যায়? [প্রয়োগ]
ক আইনের মাধ্যমে খ ধর্মের মাধ্যমে
গ সমাজের মাধ্যমে ঘ রাষ্ট্রের মাধ্যমে **খ**

৫৭. কে ধর্মীয় নিয়মানুসারে পরিবার প্রথা পরিচালনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? [জ্ঞান]
ক ইমাম খ মুয়াজ্জিন
গ সমাজকর্মী ঘ আইনজীবী **গ**

৫৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে নিচের কোন মন্ত্রণালয় সরাসরি জড়িত? [জ্ঞান]
ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘ আইন মন্ত্রণালয় **গ**

pachingbd.com

৫৯. সামাজিক সমস্যা হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপ
ii. ধর্মীয় মূলবোধ বিরোধী কার্যকলাপ
iii. আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৬০. ধর্মকে বিশ্বাসগত ব্যাপার বলার যৌক্তিক কারণ— [অনুধাবন] *[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]*
i. স্রষ্টাকে দেখা যায় না
ii. এটি চাক্ষুষ্মান বিষয় iii. এটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬১. একজন সমাজকর্মী ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে প্রয়োগ করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মের জ্ঞান
ii. সমাজকর্মের দক্ষতা
iii. নিজস্ব ধর্মীয় অনুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নীপা ও দীপা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করছিল। দীপা বলল, সমাজকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান আছে যা অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

৬২. উদ্দীপকে দীপা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? [প্রয়োগ]
ক পরিবার খ বিবাহ
গ ধর্ম ঘ জনসমষ্টি **গ**

৬৩. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মানুষের মধ্যে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে
ii. অপরাধ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাদান করে
iii. দুঃখ ও হতাশার সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা; গণমাধ্যমের ভূমিকায় সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ

৬৪. *Mass Communication Theory* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক DS Metha খ R P Molo
গ MacIver ঘ D Mcquail **গ**

৬৫. Denis Mequail রচিত গ্রন্থের নাম কী? [জ্ঞান]
ক Mass Communication Theory
খ Primitive Culture
গ Man Communication
ঘ Sociology **ক**

৬৬. *The Function of the Executive, Cambridge Mass* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক Chester D Bernard খ John D. Millit
গ D Mcquail ঘ DS Metha **ক**

৬৭. জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন কী? [জ্ঞান]
ক সমাবেশ খ হরতাল
গ ধর্মঘট ঘ গণমাধ্যম **ঘ**

৬৮. সমাজকর্মী গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন কেন? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের জন্য
খ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও উন্নয়নের জন্য
গ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের জন্য
ঘ নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য **খ**

৬৯. আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম কয় ধরনের? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোহাম্মদপুর]*
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **খ**

৭০. সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদকর্মীদের বিবেচনায় নিতে হবে? [জ্ঞান]
ক গোষ্ঠী স্বার্থ খ মানবতা
গ ব্যক্তি স্বার্থ ঘ অনিরপেক্ষতা **খ**

৭১. উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কী? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোহাম্মদপুর]*
ক সমাচার দর্পণ খ আজাদ
গ সওগাত ঘ তহযিব-উল আখলাক **ক**

৭২. Chester D Bernard উল্লিখিত গণমাধ্যমগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. প্রত্যক্ষ গণমাধ্যম
ii. প্রত্যক্ষ বার্তাগ্রাহী গণমাধ্যম
iii. পরোক্ষ গণমাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৩. গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. সংবাদ বা তথ্য একক সংগঠন হতে উৎসারিত
ii. তথ্যাদির একমুখী প্রচার
iii. ফলাবর্তন সরাসরি পাওয়া যায় না
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক iii খ ii এবং iii
গ i, ii এবং iii ঘ i এবং ii **গ**

৭৪. চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়— [অনুধাবন]
i. সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
ii. পারিবারিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
iii. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান বিশ্বে সংবাদ আদান-প্রদানে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার করা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

Teachingbd.com

৭৫. অনুচ্ছেদে কাদের ভূমিকার কথা ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক গণমাধ্যমের কর্মকর্তাগণের
খ সমাজকর্মীর
গ সাধারণ জনগণের
ঘ সমাজকর্মের শিক্ষকগণের **খ**

৭৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রয়োগকারীদের ভূমিকা হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. লেখকদের লেখনির ধারা করতে পারে
ii. মূল্যবোধ পরিপন্থি সংবাদ প্রচারে উৎসাহ দিতে পারে
iii. চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা, ধরন, সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা

৭৭. কোন ধরনের সংস্থা দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সংবাদ প্রচারকারী সংস্থা
খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
গ আন্তর্জাতিক সংস্থা
ঘ আর্থিক সহায়তাদানকারী সংস্থা **খ**

৭৮. কোন সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অপরাধ শনাক্তকরণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য করে থাকে? [জ্ঞান]
ক এফবিআই খ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড
গ ইন্টারপোল ঘ হাইওয়ে পেট্রোল **গ**

৭৯. বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাত্রা কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক আইন প্রণয়নের ওপর
খ আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর
গ আইন সম্পর্কে সচেতনতার ওপর
ঘ অভিজ্ঞ বিচারকের ওপর **খ**

৮০. কীভাবে দেশের সকল ঘটনা ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি প্রচারিত হয়? [অনুধাবন]
ক সমাবেশের মাধ্যমে খ সমাজকর্মীর মাধ্যমে
গ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ঘ পত্রিকার মাধ্যমে **ঘ**

৮১. কীভাবে সহজে কম সময়ের মধ্যে দেশের এবং দেশের বাইরের সকল তথ্য সংগ্রহ করা যায়? [অনুধাবন]
ক টেলিভিশনের মাধ্যমে খ ইন্টারনেটের মাধ্যমে
গ ফ্যাক্সের মাধ্যমে ঘ রেডিওর মাধ্যমে **খ**

৮২. যে সংস্থা দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাকে কী বলে? [অনুধাবন]
ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
গ সরকারি সংস্থা ঘ আন্তর্জাতিক সংস্থা **খ**

৮৩. চোরাচালান প্রতিরোধে কোন সংস্থাটি আইন প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড
খ বাংলাদেশ পুলিশ
গ র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান
ঘ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন **ক**

৮৪. নিচের কোনটি সৃষ্টির অন্যতম কারণ মুক্তচিন্তা-চেতনার অভাব? [জ্ঞান] *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]*
ক অপুষ্টি খ বাল্যবিবাহ
গ যৌতুক ঘ জঙ্গিবাদ **ঘ**

৮৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যাবলিতে সহায়তা দানে নিচের কোন ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মীর খ পুলিশের
গ সেনাবাহিনীর ঘ আইনমন্ত্রীর **ক**

৮৬. মারুফ সাহেব সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মারুফ সাহেবের কার্যক্রম নিচের কোন ব্যক্তির কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ] *[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]*
ক রাজনীতিবিদের খ সমাজকর্মীর
গ আইনজীবীর ঘ সাংবাদিকের **খ**

৮৭. বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সদরদপ্তর কোথায়? [জ্ঞান] *[সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল]*
ক ঢাকায় খ চট্টগ্রামে
গ বরিশালে ঘ খুলনায় **ঘ**

৮৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ— [অনুধাবন] *[সেন্টমেরী উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
i. জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তায়
ii. আইনের অনুমোদন ও বাস্তবায়নে
iii. অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৯. সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যে ভূমিকা রাখতে পারে— [অনুধাবন] *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*
i. জনস্বার্থ বিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ
ii. শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা
iii. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯০. প্রাচীনকালের চীনা জেলা প্রশাসকদের কাজ ছিল— [অনুধাবন]
i. সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা প্রদান
ii. অভিযুক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রমের শুনানি
iii. অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. নারী অধিকার রক্ষার জন্য
ii. শিশু শিক্ষার জন্য
iii. শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

teachingbd.xyz